গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
মনোহরদী, নরসিংদী
www.monohardi.narsingdi.gov.bd

নম্বর: ০৫.৩০.৬৮৫২.০০০.৪০.০০১.২৪- ৮০৪ তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩১ / ৩১ডিসেম্বর ২০২৪

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯" এর আলোকে অনূর্ধ্ব ২০ একর বড় জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি-

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠন/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত (প্রকৃত মৎস্যজীবী যদি থাকে) সংগঠনকে, জানানো যাচ্ছে, যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ শাখার ১৭/১২/২০২৪ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০ .০৯(অংশ-২).৬৯৪ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য অনূর্ধ্ব ২০ একর বড় জলমহাল "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯" এর আলোকে বাংলা ১৪০২-১৪০৪ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্তে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১৪১৫২০২ নং নতুন অর্থনৈতিক কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানপূর্বক www.minland.gov.bd ওয়েবসাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল ও দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি (যাবতীয় কাগজপত্রাদিসহ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মনোহরদী, নরসিংদী এ দাখিল করা যাবে।

ক্র. নং	অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমাদানের তারিখ
০১	১৫.০১.২০২৫ হতে ২৮.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫ হতে ০২.০২.২০২৫

জলমহালের বিবরণ

ক্র: নং:	জলমহাল/পুকুরের নাম	তফসিল				সরকারি ইজারা মূল্য (বাৎসরিক)	০৩ (তিন) বছরে ইজারা মূল্য	সময়কাল	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ (একর)				
০১	জামালপুর পুকুর	জামালপুর	০১	৪২৪	১.০৪	১,১২,৪৫৫/-	৩,৩৭,৩৬৫/-	১৪০২-১৪০৪	
০২	কিসমত হাবিজপুর পুকুর	কিসমত হাবিজপুর	০১	২৭৩০	০.৬২	৯,২৭৬/-	২৭,৮২৮/-	১৪০২-১৪০৪	

নির্দেশিকা ও শর্তাবলি

ইজারার নির্দেশিকা ও শর্তাবলি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মনোহরদী, নরসিংদী ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), মনোহরদী, নরসিংদী এবং উপজেলা ওয়েবসাইট এর নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.monohardi.narsingdi.gov.bd এবং www.acl.monohardi.narsingdi.gov.bd

৩১/১২/২৪
এম.এ. মুহাইমিন আল জিহান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মনোহরদী, নরসিংদী
unomonohardi@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৩০.৬৮৫২.০০০.৪০.০০১.২৪- ৮০৪

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩১ / ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

অনুলিপি: সদয় অবগতি/অবগতি ও বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। প্রধান উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নরসিংদী
৫। চেয়ারম্যান, ...ইউনিয়ন পরিষদ, মনোহরদী, নরসিংদী
৬। ....., সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, মনোহরদী, নরসিংদী
৭। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ...ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মনোহরদী, নরসিংদী (ইজারা বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের আওতাভুক্ত বাজারসমূহে ঢোল-শহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, জলমহালের তালিকা স্ব-স্ব ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ড অথবা দেয়ালে লাগানোসহ সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করানোর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্রাফিসে জারীকেরত কপি জমাদানের জন্য বলা হলো)
৮। সভাপতি/সম্পাদক, প্রেসক্লাব, মনোহরদী, নরসিংদী
০৯। অফিস কপি

৩১/১২/২০২৪
মো: সজিব মিয়া
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মনোহরদী, নরসিংদী

নির্দেশিকা ও শর্তাবলি

১. "সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯" এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২. আবেদনপত্র অনলাইনে দাখিল করতে হবে www.minland.gov.bd. অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে। দাখিলকৃত আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি ও অন্যান্য কাগজাদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জামানতের মূলকপিসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মনোহরদী, নরসিংদী এ দাখিল করতে হবে।

৩. অনলাইন আবেদনের সাথে সংগঠন/সমিতির নিবন্ধিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং অনলাইন প্রিন্ট কপির কোন কাটাকাটি, ঘষামাজা গ্রহণ করা হবে না এবং এক্ষেত্রে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমাজসেবা/সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সে সমিতি নির্দিষ্ট তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা স্বাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি আবেদন করতে পারবে না।

৫. সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৬. প্রকৃত মৎস্যজীবী যারা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশ গ্রহনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

৭. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (পূর্ণ ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের (পূর্ণ ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৮. আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে এবং সাথে বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/ সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট এর প্রয়োজন হবে না।

৯. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতিতে কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১০. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ও ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকূলে দাখিল করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত জামানতের টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির জামানত বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১১. সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুণরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠির নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১৪. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি কর্তৃক ১ম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় আবেদনের সাথে সংযুক্ত জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার বাজেয়াপ্ত করে পুনঃ ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫. সম্পূর্ণ ইজারার মূল্য পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতার নিজ দায়িত্বে নিজ ব্যয়ে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। ইজারা গ্রহীতা সমিতির গাফিলতির কারনে জলমহালের দখল প্রদানে বিলম্ব হলে এজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

১৬. ইজারা মূল্যের সাথে ইজারা মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ১০% আয়কর ও ১৫% অর্থ ভ্যাট যথারীতি প্রদান করতে হবে।

১৭. ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পরবর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুক্তিসংগতকারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৮. আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ যে তারিখের জন্য ক্রয় হবে সেই তারিখে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় হবে শুধুমাত্র সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ আবেদন ফরম ক্রয়ের পর আবেদন গ্রহণের কোন তারিখ অতিক্রম হলে পরবর্তী কোন তারিখে এ আবেদন ফ

গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্ত আবেদনের সাথে ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৯. বৎসরের যেকোন সময় ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা সন হতে কার্যকর হবে।

২০. অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার কর্তৃক নির্ধিত ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। সরকার কর্তৃক সকল আদেশ-নিষেধ ইজারা গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

২১. জলমহাল ইজারা নেয়ার পর কোন সমিতি/সংগঠন জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোনো অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

২২. অসম্পূর্ণ/অস্পষ্ট/ত্রুটিপূর্ণ/ঘষামাজা/কাটাকাটিযুক্ত আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমে কোন প্রকার হুইড ব্যবহার করা যাবে না।

২৩. কোন জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ থাকলে ঐ জলমহালের উপর এ বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না।

২৪. অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনে তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

২৫. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডারের মূল কপি সীলমুখবন্ধ খামে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লেখিত খামের উপরিভাগে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

২৬. জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির পর কোন অবস্থাতেই কৃত্রিম উপায়ে (পানি সেচ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ ইত্যাদি) অবলম্বন করে মৎস্য আহরণ করা যাবে না। এরূপ কর্মকান্ড প্রমাণিত হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৭. ইজারামূল্য পরিশোধের সাথে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ তা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। নিজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

২৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারী আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি, সেই আদেশের/ আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধিবিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৯. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/ অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

৩০. লীজগ্রহিতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। জলমহালের কেউ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ/বে-আইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

৩১. জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩২. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন আবেদনপত্র গ্রহন বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।